চতুর্দশ আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলন এবং একাদশতম পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন, ভিয়েনতিয়েন, লাও পিডিআর (সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১৬)

১) প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি লাও পিডিআর-এর মাহামান্য প্রধানমন্ত্রী জনাব থংলৌন সিসৌলিথ-এর আমন্ত্রণে যোগ দেবেন চতুর্দশ আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলন এবং একাদশতম পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে, যা অনুষ্ঠিত হবে ভিয়েনতিয়েন, লাও পিডিআর, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬। এই শিখর সম্মেলনে যোগ দেবেন দশটি আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশ/ সরকারের প্রধান এবং আঠারোটি পূর্ব এশিয়ার দেশের প্রতিনিধিরা। প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

২) আসিয়ান এবং ব্যাপকতর এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে ২০১৪ সালে মায়ানমারে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ আসিয়ান-ভারত এবং নবম পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির 'অ্যাক্ট-ইস্ট নীতি'-র মাধ্যমে।

৩) চতুর্দশ আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এবং আসিয়ান নেতারা পর্যালোচনা করবেন আসিয়ান-ভারত সহযোগিতা বিষয়ে এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এই তিনটি স্তম্ভের প্রতিটির অধীনে তার ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করবেন। এছাড়াও তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ ও উদ্বেগজনিত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে মত বিনিময় করবেন। আসিয়ান-ভারত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক ২৫ বছর হচ্ছে, সেই স্মৃতিরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

৪) আসিয়ান ২০১২ সাল থেকে ভারতের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার। ভারত এবং আসিয়ানের মধ্যে ৩০ টি বিষয় নিয়ে নিয়মিত এমনকি শিখর সম্মেলনেও মত বিনিময় হয় এবং পররাষ্ট্র, পর্যটন, কৃষি, পরিবেশ, পুনর্নবিকরণযোগ্য জ্বালানি এবং টেলিযোগাযোগ-সহ সাতটি বিষয়ে মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (ড.) শ্রী ভি. কে. সিং (অবসরপ্রাপ্ত) সম্প্রতি আসিয়ান-ভারত বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে এবং ইএএস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক ভিয়েনতিয়েন, ২৫-২৬ জুলাই, ২০১৬ যোগ দিয়েছিলেন। বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামণ ৬ আগস্ট ২০১৬ ভিয়েনতিয়েন-এ আসিয়ান অর্থমন্ত্রী এবং ভারত কনসালটেশন এবং ইএএস বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

৫) ২০১৫-১৬ ভারত-আসিয়ানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং যা ভারতের মোট বিশ্ব বাণিজ্যের ১০.১২ শতাংশ। আসিয়ান-ভারত অর্থনৈতিক মেলবন্ধন প্রক্রিয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ২০১৫ সালের জুলাইতে চালু হওয়া আসিয়ান-ভারত মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠনের মাধ্যমে, যাকে অনুসরণ করে আসিয়ান-ভারত বাণিজ্য পরিষেবা এবং বিনিয়োগ চুক্তি। পরিশেষে ব্যাপক আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি এই অঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আরও জোরদার করবে।

৬) পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীদের পরিচালিত একটি সম্মেলন। ২০০৫-এ এর শুরু থেকে এটি পূর্ব এশিয়ায় কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও ১০ আসিয়ান সদস্যভুক্ত দেশ, ভারত, চিন, জাপান, কোরিয় প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া, পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন ভুক্ত।

৭) ভারত পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনকে আরও শক্তিশালী এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আরও কার্যকর করার বিষয়ে।

৮) একাদশতম পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ সমুদ্রসীমা নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ, পরমাণু প্রসার রোধ, অনিয়মিত মাইগ্রেশন ইত্যাদি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তিনটি বিবরণী/ ঘোষণা পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে আলোচনা হবে। যথা— পূর্ব এশিয়ায় অবকাঠামো উন্নয়ন সহযোগিতা অগ্রগতির বিষয়ে ভিয়েনতিয়েন ঘোষণা, অভিবাসী সমস্যা এবং ব্যক্তি পাচার বিষয়ে পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনের একটি শক্তিশালী বিবৃতি এবং পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধে ইএএস-এর বিবৃতি।

৯) পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনের পর সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক আঞ্চলিক অংশদারিত্ব (আরসিইপি) সমঝোতার উপর একটি যৌথ বিবৃতি গৃহীত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

নয়াদিল্লি

সেপ্টেম্বর ০১, ২০১৬